বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
২০২২-২০২৩ অর্থবছর

উপজেলা পরিষদ
ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

❖ **উপদেষ্টা**

এ এম নাঈমুর রহমান দুর্জয়
জাতীয় সংসদ সদস্য
১৬৮, মানিকগঞ্জ- ০১ ।

❖ **সার্বিক সহযোগীতায়**
জনাব হাবিবুর ররহমান
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ঘিওর, মানিকগঞ্জ ।

জনাব মোহাম্মদ শামীম মিয়া
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ঘিওর, মানিকগঞ্জ ।

কাজী মাহেলা
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ঘিওর, মানিকগঞ্জ ।

❖ **সহযোগিতায়ঃ**

মোঃ সাজ্জাকুর রহমান
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, ঘিওর, মানিকগঞ্জ ।

আব্দুল মান্নান
উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, ঘিওর, মানিকগঞ্জ ।

❖ **সম্পাদনায়**
হামিদুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঘিওর, মানিকগঞ্জ ।

❖ **কারিগরি সহযোগীতায়**
তরুন কুমার সাহা
উপজেলা ডেভেলেপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর, ইউজিডিপি, এলজিডি, জাইকা

❖ **প্রকাশকাল**
অগাষ্ট, ২০২২খ্রিঃ ।

❖ **মুদ্রণে**

মোঃ হাবিবুর রহমান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

মুখবন্ধ

মানিকগঞ্জ জেলাধীন ঘিওর উপজেলা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী এবং অন্যতম বৃহৎ উপজেলা। সাত টি ইউনিয়ন নিয়ে এই উপজেলাটি গঠিত। উন্নয়নের যে বিশাল সম্ভবনা রয়েছে, পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা গেলে উপজেলাটিকে দ্রুত উন্নয়নের শিখরে উপনীত করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন উপজেলা পরিষদের ক্ষমতায়ন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এতোমধ্যে উন্নয়নশীল আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মাধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। বাংলাদেশ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ স্থান। এই বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করণের সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ,শিক্ষিত ও বিজ্ঞান সম্মত নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিতকরণের গুরত্ব অনস্বীকার্য। একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে উপজেলার সমন্বিত পরিকল্পনা, উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদ সমূহ নিয়ে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় এনে জনগণকে সঠিকভাবে সেবা প্রদান সহজতর সহ দৃশ্যমান উন্নয়ন সম্ভব হবে। এ বিষয়কে সামনে রেখে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে ঘিওর উপজেলা পরিষদের ২০২২-২৩ আর্থিক বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরী সহযোগিতার জন্য ইউআইসিডিপি, জাইকা ও জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটকে (এনআইএলজি) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া এই পরিকল্পনা প্রণয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন জাইকার ইউজিডিপি প্রকল্পের মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার ইউডিএফ জনাব তরুণ কুমার সাহা। বইটি প্রণয়নে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন উপজেলায় কর্মরত সকল বিভাগ, এনজিও, ব্যাংক এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব হামিদুর রহমান এই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন। সকলকে উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঘিওর উপজেলার সার্বিক তথ্যচিত্র সম্বলিত পরিকল্পনা বইটি অত্র উপজেলার সমন্বিত উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এই প্রত্যাশায়।

এ এম নাঈমুর রহমান দুর্জয়
জাতীয় সংসদ সদস্য
১৬৮, মানিকগঞ্জ- ০১।

বাণী

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ন প্রতিষ্ঠান। মাঠ পর্যায়ে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে চাহিদা ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্থবায়ন করে থাকে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের অংশগ্রহণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন এই প্রত্যয় ৩ টি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রত্যয় ৩টি যখন একসূত্রে সম্মিলিতভাবে হিসেবে কাজ করে তখন উন্নয়ন হয় টেকসই। মনে রাখতে হবে উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু যার একপাশে অবস্থান করে জনগণের অংশগ্রহণ এবং অন্য পাশে বাস্তবায়ন। আবার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ যা নিশ্চিত করা গেলে আমাদের প্রত্যাশার সন্তোষজনক সমাপ্তি সম্ভব।

সুষম স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলার নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট -এর সহায়তায় মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলা পরিষদ ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুসংগঠিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ঘিওর উপজেলা পরিষদ জনগণের সেবায় আরও সম্পৃক্ত হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

ঘিওর উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করায় আমি জাইকা বাংলাদেশ-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা এ কর্মযজ্ঞে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ঘিওর উপজেলা পরিষদ এই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম বাস্থবায়ন করে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবে এই আমার প্রত্যাশা।

বাণী

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজই সুন্দরভাবে করা সম্ভব নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ বাস্থবায়ন ওপর কাজের সফলতা নির্ভর করে। এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন। সে ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ একটি তৃণমূল সংগঠন হিসেবে ঘিওর উপজেলা কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী পদক্ষেপ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্থবায়নের মাধ্যমে স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব। তাছাড়া গণতন্ত্রে কাজের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা একটি অত্যন্ত গুরচত্বপূর্ণ বিষয়। এ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে গণতন্ত্র সুসংহত হবে বলে আমার বিশ্বাস। সর্বোপরি এই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ আরো কার্যকর হবে বলে আমি মনে করি। ঘিওর উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের এই মহতী উদ্যোগের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার
মানিকগঞ্জ

বাণী

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি প্রতিষ্ঠান। উপজেলা পরিষদ সমূহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ, রাস্তা ঘাট ও অবকাঠামো উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে ঘিওর উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিকতর অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।

মানিকগঞ্জ জেলার অন্তগত ঘিওর উপজেলা পরিষদ তার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুষ্ঠু বাস্থবায়নের জন্য 'উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' সহায়তায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩) প্রণয়ন করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতীত কোন উন্নয়ন কাজই সফলতার সাথে সম্পন্ন হয় না। জন অংশগ্রহণে তৈরীকৃত এই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ঘিওর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পরিষদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি উপজেলাবাসীর প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

হামিদুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

সম্পাদকীয়

সর্বস্তরে সুষম উন্নয়ন কল্পে স্থানীয় সরকার এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয় জনগণের প্রত্যাশার নিরিখে উপজেলা পরিষদের এখতিয়ারভূক্ত এলাকার উন্নয়নে একটি বাস্তব সম্মত সুষ্ঠু পরিকল্পনার অসীম গুরুত্ব রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য উপজেলা পরিষদ, ঘিওর কর্তৃক এমন একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অত্র উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের লক্ষ্য নির্ধারনে এবং তা নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

একটি সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি উপজেলায় আগামী এক বছরে কি কি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এবং অর্থের সংস্থান ও বাস্তবায়ন কি ভাবে হবে তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিমিত্ত সময়সীমা দেওয়া হয়; ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দপ্তরে তাদের স্ব স্ব প্রকল্প বাস্তবায়নে নিমিত্ত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সঠিক পরীবিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

ঘিওর উপজেলা পরিষদের জন্য প্রনীত এ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

মোঃ সাজ্জাকুর রহমান
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, ঘিওর, মানিকগঞ্জ

বাণী

সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা উন্নয়নের সুন্দর পথ রচনা করে। উন্নয়নের জন্য সম্পদের সুষম বণ্টন, ব্যবহার ও কার্যকর কর্ম - পরিকল্পনা প্রণয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ উপজেলা পর্যায়ের সিংহভাগ উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। উক্ত উন্নয়ন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীর্কায। এ প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান, বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর অনুদান ও উপজেলায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সরকারী অনুদান এবং সম্পদের যৌথ ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পরিষদ, ঘিওর একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে।

তৃণমূল পর্যায়ে চাহিদা নিরূপণপূর্বক খাত ভিত্তিক বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যত রূপকল্প ২০৪১ বাস্থবায়নে প্রথম ধাপ। এ বিষয় বিবেচনায় রেখেই ঘিওর উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। বার্ষিক পরিকল্পনার প্রত্যেকটি স্কিম ওর্য়াড সভা কর্তৃক প্রণীত এবং বিভাগীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত, যা পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ফলে উক্ত প্রকল্পগুলোতে জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। বার্ষিক পরিকল্পনার যথাযথ বাস্থবায়নে সুফল যাতে ঘিওর উপজেলার জনগণ পেতে পারে এর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

এ পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ পরিকল্পনা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে কারিগরী সহায়তা প্রদান করায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরাসরি বাস্থবায়নাধীন উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইউআইসিডিপি) এর মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের এরূপ কারিগরী সহায়তার কারণেই এ পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে।

আমি এ বার্ষিক পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্থবায়ন আন্তরিক ভাবে কামনা করি।

মোহাম্মদ শামীম মিয়া
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

বাণী

জনগনের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদানে উপজেলা পরিষদ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারনে উপজেলা পর্যায়ে জনগনের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা অনেকটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই উপজেলা পরিষদ এর নিজস্ব তহবিল, সরকারি অনুদান, এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে জনগন কাঙ্খিত সেবা পাবে এবং উন্নয়ন দৃশ্যমান হবে। কারণ সীমিত সম্পদ এবং পরিকল্পিত পদক্ষেপ কাঙ্খিত ফলাফল প্রাপ্তিতে অনুঘটকের কাজ করে।

আমাদের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতার জন্য ইউআইসিডিপি, জাইকা ও জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটকে (এনআইএলজি) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া এই পরিকল্পনা প্রণয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন জাইকার ইউআইসিডিপি প্রকল্পের মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার সমন্বয়ক জনাব তরুণ সাহা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ যে সব সরকারি কর্মকর্তা / কর্মচারীগণ এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন। কারণ তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই পরিকল্পনা ও প্রকাশনা আলোর মুখ দেখতো কিনা সন্দেহ।

বার্ষিক পরিকল্পনা বইয়ে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। যে কোন মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গ্রহণযোগ্য যা উপজেলা বার্ষিক পরিকল্পনা বইকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

কাজী মাহেলা
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ঘিওর, মানিকগঞ্জ

বাণী

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানসম্মত সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার দৃঢ় অঙ্গিকার নিয়ে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে ইউআইসিডিপি, জাইকা ও জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের সহযোগীতায় উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা আশার কথা। ঘিওর উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

উপজেলার নারী সমাজের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নিজেকে নিবেদিত কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। সকলের প্রচেষ্টায় ঘিওর উপজেলা পরিষদ একটি মডেল উপজেলা পরিষদ হবে এ আশা ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে বার্ষিক পরিকল্পনা সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ হাফেজ।

বার্ষিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি	
২	জনসংখ্যাতাত্বিক ও আর্থ -*সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত*	
৩	বাজেটের সার-*সংক্ষেপ*	
৪	উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-*সংক্ষেপ*	
৫	পরিস্থিতি বিশ্লেষন	
৬	বিভিন্ন উৎস থেকে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ন)	
৭	পরিকল্পনার বিবরণী (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে)	
৮	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষমাত্রা, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট	
৯	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	
১০	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা	

ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি

ভূমিকাঃ

পরিকল্পনা বলতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করাকে বুঝায়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর একটি হচ্ছে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার। পরিকল্পনা ছাড়া কোন জাতি বা দেশ বা সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে না। খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনা পূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে ঘিওর উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকার খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চাহিদা নিরূপণ ও সমস্যা সমাধাণের নিমিত্তে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ঘিওর উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলায় সকল তথ্য সম্বলিত একটি বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করেছে যা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ সহায়তা করেছেন।

ঘিওর উপজেলা পরিচিতিঃ

ঘিওর উপজেলা মানিকগঞ্জ শহর থেকে ২১ কিলোমিটার দক্ষিনে অবস্থিত। মানিকগঞ্জের সংঙ্গে এখানকার মানুষের যাতায়াতের জন্য মহাসড়ক ব্যবস্থা রয়েছে। সীমানা-উত্তরে মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলা, পূর্বে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা, দক্ষিনে ও পশ্চিমে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলা অবস্থিত। মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর কে ১৯৮৩ সালে উপজেলা পরিনত করে।

যোগাযোগঃ

সড়ক পথেঃ মানিকগঞ্জ-বাস স্টেশন মহাসড়ক পথে বাস যোগে সরাসরি ঘিওর উপজেলা বাস স্ট্যান্ড (দুরত্ব ২০ কি.মি)।

প্রত্যাশাঃ

ঘিওর উপজেলার সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়নকল্পে, ঘিওর উপজেলার জনগনের প্রয়োজনীয় বাস্তব ভিত্তিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধায় তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত। উপজেলা পরিষদে জনসাধরণের অবস্থা ও সারাদেশের জনসাধারণের অবস্থা খাত ভিন্নতর হয়। উপজেলা পরিষদ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ঠ উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপঃ

ক) জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঘিওর উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন।

খ) আপমর জনগনের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চত করনের লক্ষ্যে জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে।

গ) পরিকল্পিত সেব ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শষ্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশলঃ

পরিকল্পনা প্রণয়ন পরিয়ার কতগুলো ধাপ অনুসরন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪২নং অনুচ্ছেদে জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধার রয়েছে। সে লক্ষ্যে ঘিওর উপজেলা পরিষদের একটি পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের উপর গুরত্বারোপ করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর উপজেলা অর্থ ও বাজেট কমিটি প্রকল্প বাছাই কমিটি ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটিএর সহযোগিতায় উল্লেখিত পরিকল্পনা ও তথ্য নিয়ে পরপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে একটি খসড়া পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করেন। অতঃপর উক্ত খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বইটি পরিষদের বিশেষ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা হয়। অতঃপর উক্ত পরিকল্পনা বইয়ের গঠন কাঠামো ও অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর জাতীয় প্রকল্প পরিচালকসহ জাইকার প্রতিনিধিদের সম্মুখে এটি উপস্থাপন করা হয়। বার্ষিক পরিকল্পনা বইটি তৈরী করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নে উল্লেখিত ধাপ অনুররন করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

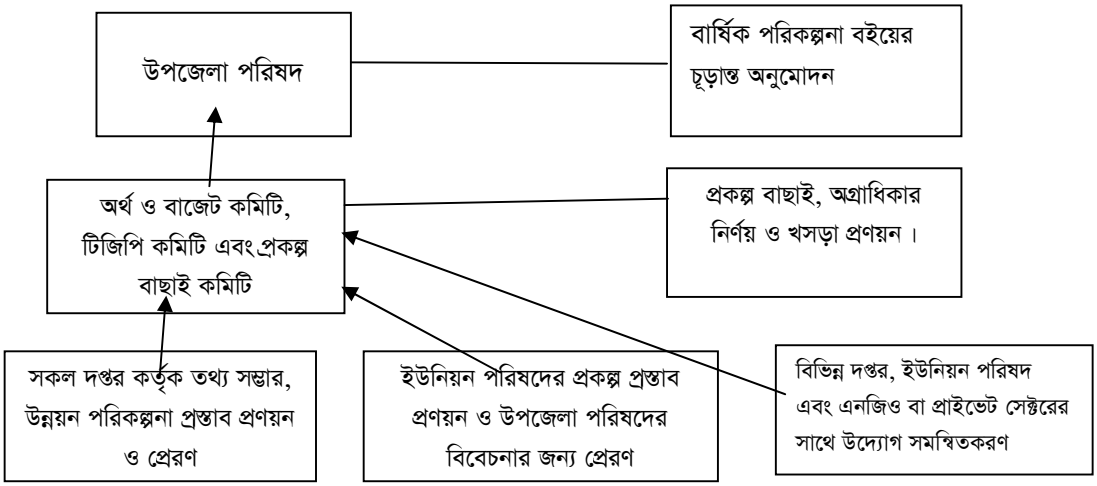

ক) বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

খ) পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটিতে সম্পদের উৎস্য এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটির পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদের চিত্র তৈরী করে পরিষদে খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করতে সহায়তা করেছে এবং বাজেট তৈরীতে সহায়তা করেছে।

গ) উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারি জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যকে খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে।

ঘ) পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে উপজেলা পরিষদে সদস্য, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের আহ্বান করা হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনে সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চুরান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলঃ

ক) ২০২৩ সালের মধ্যে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
খ) সরকারী অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পুরক/পরিপুরক প্রকল্প গ্রহণ
গ) উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পদের ও প্রকল্পের সমন্বয় সাধন।

সীমাবদ্ধতাঃ

ঘিওর উপজেলা পর্যায়ের প্রথম বার্ষিক পরিকল্পনা বই হিসেবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা অনেক কষ্টকর ছিলো। উপজেলা পর্যায়ে বইটি তৈরী করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে যথেষ্ট জনসচেতনতার অভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি সীমাবদ্ধতা প্রতীয়মান হয়। সময় স্বাল্পতা একটি অন্যতম সীমাবদ্ধতা হিসেবে পরিগনিত হয়।
২. পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও প্রকাশের মতো একটি সুক্ষ্ম কাজের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষনের অভাব কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুভূত হয়েছে।
৩. এ ধরনের পরিকল্পনা বই প্রথম প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে গিয়ে নির্দিষ্ট রূপরেখার না থাকায় সকলের মধ্যে সংশয় ও দ্বিধা পরিলক্ষিত হয়েছে।
৪. উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও প্রকাশ করা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়।
৫. চাহিদা ও সম্পদের অসামঞ্জস্যতা থাকায় প্রকল্প বাছাইকরণে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।
৬. সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারনে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে বিভিন্ন বিকল্প চিন্তা করতে হয়েছে।
৭. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে প্রেরণা প্রদানের অপ্রতুলতাও রয়েছে।

জনসংখ্যাতাত্বিক ও আর্থ সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

ঘিওর উপজেলা ০৭ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত যার আয়তন ১৪৮.৯২ বর্গ কিঃমিঃ এবং ১,৪৬,২৮৮ জন। ঘিওর উপজেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৮২ জন। উপজেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী / গণ অবকাঠামো (যেমনঃ হাট বাজার, হাসপাতাল, উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিদ্যালয়) এর উপস্থিতি বিভিন্ন সরকারী সেবা জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা রাখছে।

গুরুত্বপূর্ণ আর্থ সামাজিক সূচকগুলোর মধ্যে (এসডিজি ১) মাথাপিছু দারিদ্রের হার ১৯.৮% যেখানে জাতীয় পর্যায়ে ৩১% রয়েছে। এসডিজি ২ (কম ওজনের শিশু মৃত্যু হার) এবং এসডিজি ৩ (৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু হার) সূচকে ঘিওর উপজেলার অবস্থা বিগত বছরের তুলনায় কিছুটা উন্নতি হয়ে ১% এ এসেছে। এসডিজি ৪ (শিক্ষার হারঃ প্রাথমিক সমাপ্ত) সূচকেও আগের বছরের তুলনায় অবস্থার উন্নতি হয়ে ৯১.৭% এ পৌঁছেছে। এসডিজি ৬ সূচকে "কলের কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার" সংখ্যা ১% এ উন্নীত হয়েছে। এসডিজি ৭ সূচকে "বিদ্যুত সরবরাহের আওতাধীন পরিবার" এর সংখ্যা ১০০% উন্নীত হয়েছে ।

বিষয়	পরিমাণ/ সংখ্যা	উৎস/বছর
উপজেলার রুপরেখা		
জেলা সদর থেকে দুরত্ব	সড়ক পথে ২০ কিমি	
আয়তন	১৪৮.৯২ বর্গ কিঃমিঃ	আদমশুমারী ২০১১
জনসংখ্যা	১,৪৬,২৮৮	আদমশুমারী ২০১১
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	০.৫৪%	আদমশুমারী ২০১১
শিক্ষার হার (প্রাথমিক)	৯৭.৩৮%	আদমশুমারী ২০১১
খানা/ পরিবার	৩৪,৭৯৬ টি	হোল্ডিং এ্যাসেসমেন্ট ২০১১
জনসংখ্যার ঘনত্ব	৯৮২ প্রতি বর্গ কিঃমি তে	আদমশুমারী ২০১১
গ্রামের সংখ্যা	১৮৭	২০২১ সাল পর্যন্ত
মৌজার সংখ্যা	১৬৯	২০২১ সাল পর্যন্ত
ইউনিয়ন সংখ্যা	০৭	২০২১ সাল পর্যন্ত
পৌরসভা	নাই	২০২১ সাল পর্যন্ত
কর্মরত এনজিও		২০২১ সাল পর্যন্ত
গুরুত্বপূর্নসরকারি/ গণ অবকাঠামো		
হাট-বাজার		২০২১ সাল পর্যন্ত
নদ-নদীর সংখ্যা		২০২১ সাল পর্যন্ত
প্রজনন কেন্দ্র		২০২১ সাল পর্যন্ত
হাসপাতাল	০১ টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৩ টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
কমিউনিটি ক্লিনিক	২১ টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
টিকাদান কেন্দ্র	১৬৯ টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০৪ টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
ব্যাংকের শাখা	১০টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১ টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
ডাকঘর		২০২১ সাল পর্যন্ত
প্রাথমিক বিদ্যালয়/ কিন্টার গার্ডেন	৮৫ টি/২২টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২১ টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ	০৪ টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
মাদরাসা	০৩ টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
বেসরকারি এতীমখানা		২০২১ সাল পর্যন্ত
মসজিদ	১৮৭ টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
মন্দির	৯৪ টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
গির্জা	নাই	২০২১ সাল পর্যন্ত
নৌকার ঘাট	০১ টি	২০২১ সাল পর্যন্ত
যোগাযোগঃ পাকা রাস্তা..... কি.মি কাঁচা রাস্তা..... কি.মি ব্রীজ/ কালভার্ট..... মি:	 ১০১ কিঃমিঃ ২৩১ কিঃমিঃ ২৩১ টি (৩২২২) মিটার	২০২১ সাল পর্যন্ত

ধর্মঃ ১। ইসলাম .....% ২। হিন্দু .....% ৩। খ্রিস্টান..... %	 ৮৭.০৭% ১২.৯২% ০.০০৪১%	২০১১ সাল পর্যন্ত
গুরুত্ব আর্থ-সামাজিক তথ্য		
মাথাপিছু দারিদ্রের হার (%) (এসডিজি- ১)	১৯.৮%	২০১৬ সাল পর্যন্ত
কম ওজনের শিশুর হার (%) (এসডিজি- ২)		২০২১ সাল পর্যন্ত
৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (এসডিজি- ৩)		২০২১ সাল পর্যন্ত
শিক্ষার হার: প্রাথমিক সমাপ্ত (১৮ বছর বা অধিক বয়সী) (%)(এসডিজি ৪)		২০২১ সাল পর্যন্ত
উপজেলা ও ইউনিয়নে নারী সদস্য সংখ্যা	২২ জন	২০২১ সাল পর্যন্ত
কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৬)	৮০%	২০২১ সাল পর্যন্ত
নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৬)	৮০%	২০২১ সাল পর্যন্ত
বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৭)	১০০%	২০২১ সাল পর্যন্ত

বাজেটের সার-সংক্ষেপ

ঘিওর উপজেলার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রাক্কলিত এডিপি (সরকার থেকে প্রাপ্ত) বরাদ্দ গত অর্থ বছরের (২০২১-২০২২) তুলনায় ২.০৬% বেশি। ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি প্রাক্কলিত বরাদ্দ ৯১ লক্ষ। গত অর্থবছরে (২০২১-২২) এডিপি বরাদ্দ ছিল ৯১ লক্ষ। আর এই অর্থবছরে (২০২২-২৩) মোট উন্নয়ন প্রাক্কলিত বরাদ্দ ১ কোটি ৮ লক্ষ পাঁচ চল্লিশ হাজার টাকা।

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপ

ঘিওর উপজেলার সম্পদ বিবরনীর সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উপজেলা পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য উন্নয়ন তহবিলের সর্বমোট সম্ভাব্য আয় হবে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা যেখানে রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে আয় হবে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, এডিপি (সরকারী অনুদান) থেকে প্রাপ্ত আয় হবে ২ কোটি টাকা এবং ইউজিডিপি থেকে সম্ভাব্য ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। এই তিনটি উৎসের বরাদ্দের উপর উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রন আছে। উপজেলা পরিষদ উক্ত পরিমাণ বরাদ্দের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা গ্রহণ করেছে।

এছাড়া আরও বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলায় উন্নয়ন কার্যক্রম হবে যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপজেলার জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বরাদ্দ ৯০ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। ইউনিয়নের (এলজিএসপি থেকে প্রাপ্ত) উন্নয়ন বরাদ্দ যথাক্রমে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা

ক্রমিক	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) (অর্থবছর ২০১৯-২০)
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	২০০
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি (ইউজিডিপি)	৫০
৩	স্থানীয় ভাবে আহোরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	১৪০.২০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ উপজেলা পরিষদের উপর হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের বাজেট	৯০৬১
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	৭৫০
৬	জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এডিপি এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	২৫০
৭	ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এলজিএসপি ৩)	৩২০
৮	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	৪০০
৯	এনজিও	৪৫০

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

ঘিওর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট নির্ধারন করতে গিয়ে উপজেলা পরিষদ দপ্তর প্রধানদের মাধ্যমে উপজেলায় বিদ্যমান বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়। পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যে, সকল হস্তান্তরিত ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তর থেকে বিভিন্ন সমস্যা, সেই সমস্যাগুলো নিরসনে চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি বা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং একই সাথে আর কি ধরনের উদ্যোগ বা পরিকল্পনা নেওয়া যায় তার সুপারিশ ও করা হয়েছে। এইভাবে বিদ্যামান সমস্যা সমূহ সমাধান করার মাধ্যমে বাকেরগঞ্জ উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মানের উপর একটা ইতিবাচক পরিবর্তন এনে জনগণের জীবন অধিকতর সহজ করা সম্ভব তার একটি চিত্র দেখা যায়।

ঘিওর উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোর সমস্যা সবচেয়ে বেশী এবং স্থানীয় জনগণের সবচেয়ে বেশী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকার কারণে। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো এর পরে বেশী সমস্যা ও স্থানীয় জনগণের চাহিদা সবচেয়ে বেশী যথাক্রমে স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও মৎস্য এবং বন ও পরিবেশ খাতে। খাতে এবং ফলে উপজেলা পরিষদ এই খাতকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সম্পন্ন হওয়ার পর উপজেলা পরিষদ মাসিক সভায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। উপজেলা পরিষদের সকল অংশীজন (উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগন, সকল কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগন) এর সম্মিলিত আলোচনায় পরিস্থিতি বিশ্লেষন এ উল্লেখিত সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য একটি সামগ্রিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। উক্ত সভায় স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে ও চাহিদা ভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সকল খাত থেকে ৬টি খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারন করে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে। যেসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তর এর সমস্যার সমাধানের করতে পারবে তা পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারনের সময় গুরত্ব প্রদান করা হয়।

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর) এর সাথে সংগতি রেখে প্রথম বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (২০২২-২০২৩ অর্থবছর) এর লক্ষ্য হিসেবে যোগাযোগ ও ভৌত, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষি ও মৎস্য খাতগুলোকে নির্ধারন করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে অনেক গুলো দপ্তর (মৎস্য, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, মহিলা বিষয়ক, শিক্ষা এবং প্রানিসম্পদ) সরাসরি উপকৃত হবে।

খাত	সমস্যা / উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার বর্ণনা				সাম্প্রতিক, চলমান এবং / অথবা পরিকল্পিত কার্যাবলি	১ বছর পরে বিদ্যমান সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ / পাল্টা ব্যবস্থা
	সমস্যা	*অবস্থান/ এলাকা*	*পরিমাণ/বিস্তৃতি*	*কারণ*			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	স্থানীয় বাসিন্দারা স্কুল, কলেজ, উপজেলা সদর, ইউনিয়ন কমপ্লেক্স এবং গ্রামীণ বাজারে যেতে পারে না	উপজেলার ০৭টি ইউনিয়ন	১. ৫০ সড়কের ১৬০ কিলো মিটার রাস্তা(৫০ কিমি রাস্তা মেরামত ও পুনঃনির্মাণ ও ১১০ কিমি রাস্তা নির্মাণ) ২. ১০০ টি ব্রিজ (৪০ সংস্কার ও ৬০ নির্মাণ), ৩. ৯০ টি	পর্যাপ্ত রাস্তা, ব্রিজ, , ঘাট/ঘাটলা, গাইড ওয়াল, এবং কালভার্ট এর অভাব	এলজিইডি এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ০৭ টি ইউনিয়নের ৩৫ টি সড়কের ১০০ কিমি রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার /মেরামত, ৮০ টি ব্রিজ নির্মাণ ও সংস্কার /মেরামত, ৪০ টি কালভার্ট নির্মাণ, ৩০০০	- ১৫ রাস্তা / ৬০ কিমি, - ২০ টি ব্রিজ সংস্কার - ৫০ কালভার্ট - ৩৫ টি ঘাট/ঘাটলা - ১০০০ মিটার গাইড ওয়াল	- উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে ১২ কিমি রাস্তা নির্মাণ এবং মেরামত করবে। - ১০ টি কালভার্ট নির্মাণ করবে। - ৭ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ করবে। - ২০০ মিটার গাইড ওয়াল নির্মাণ করবে। - ৪ টি ব্রিজ সংস্কার করবে। - ৩ টি যাত্রী ছাওনী

			কালভার্ট নির্মাণ ৪. ৬০ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ ৫. ৪০০০ মিটার রাস্তা পাইলিং /গাইড ওয়াল নির্মাণ ৬. ৩০ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ		মিটার রাস্তা পাইলিং /গাইড ওয়াল নির্মাণ, ২৫ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ এবং ১৫ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ হবে।		
স্বাস্থ্য	জনগণ সঠিকভাবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে চিকিৎসা পায় না	উপজেলার ০৭ টি ইউনিয়ন	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স, ৫ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপেক্স, ৭ কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত এবং ৭ টি ইউএসসি ও ৪৯ টি সিসিতে আসবাবপত্র সরবরাহ এবং বিভিন্ন হাসপাতালের ০৫ টি ভবন মেরামত করবে।	১. দুর্বল অবকাঠামো ২. আসবাবপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব ৩. জনবল সংকট ৪. উপজেলা হেল্‌থ কমপেক্স এক্সরে মেশিনের সংকট	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ৭ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপেক্স এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে ভবন মেরামতের কাজ করবে	০৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক - ৪০ জন জনবল সংকট (ইউএসসি এবং ইউএইচসি) - আসবাবপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম (৪৯টি সিসি এবং ৭টি ইউএসসি)	- উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে ০২ টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামতের কাজ করবে - ১০ টি সিসি এবং ১ টি ইউএসসিতে আসবাবপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। - ৪০ জন জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়কে চাহিদার তালিকাসহ চিঠি পাঠাবে।
জনস্বাস্থ্য	জনগণ বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে না।	উপজেলার ০৭টি ইউনিয়ন	১২০০ টি গভীর নলকূপ প্রয়োজন।	পর্যাপ্ত গভীর নলকূপের অভাব	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, ডিপিএইচই এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০ গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ হবে।	৫০০ টি গভীর নলকূপ	উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে ৮০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করবে।
জনস্বাস্থ্য	স্থানীয় জনগণ স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই টয়লেট ব্যবহার করতে পারেনা।	উপজেলার ০৭টি ইউনিয়ন	৫০০ টি টয়লেট এবং ১০০ টি ওয়াশবল্ক নির্মাণ এর প্রয়োজন	পর্যাপ্ত ওয়াশবল্ক এবং স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই টয়লেটের অভাব	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, ডিপিএইচই এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০০টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং ৩০ টি ওয়াশবল্ক নির্মাণ করবে।	২০০টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ৩০ টি ওয়াশবল্ক	উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে ৪০ টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং ৪ টি ওয়াশবল্ক নির্মাণ করবে।
প্রাথমিক শিক্ষা	বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে।	০৭ টি ইউনিয়ন	১০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১. ১২৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ২-৩ জন করে শিক্ষক সংকট ২. মানসম্মত পাঠদানের অভাব ৩. ১৮০ টি বিদ্যালয়ের জরাজীর্ন/ দূর্বল অবকাঠামো	১. পিইডিপি ৪ থেকে প্রতি বছর ১২টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মান কাজ চলমান আছে। ২. পিইডিপি ৪ থেকে প্রতি বছর ২০টি বিদ্যালয়ে মেরামতের কাজ চলমান আছে।	- শিক্ষক সংকট - মানসম্মত পাঠদানের অভাব - ৮০ টি বিদ্যালয়ের দূর্বল অবকাঠামো - দিনমজুর কাজে শিশুদের সম্পৃক্ত থাকা। - বিদ্যালয়ে আধুনিক সুযোগ	- উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১০ টি স্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহ - ২০ টি বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, হলরুম নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং হলর ম নির্মাণ, ভবন

				৪. ৭০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্রের অভাব ৪. দিনমজুর কাজে শিশুদের সম্পৃক্ত থাকা। ৫. বিদ্যালয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধার অভাব। ৬. স্কুলে আসবাবপত্রের অভাব।	৩. স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ২৮১টি বিদ্যালয়ে শিশুদের খাবারের জন্য বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে। ৪. উপবৃত্তি প্রকল্প থেকে সকল শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।	সুবিধার অভাব। -স্কুলে আসবাবপত্রের অভাব।	নির্মাণ, ভবন সংস্কার) - ৫০ টি বিদ্যালয়ে ১ জন করে প্যারা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। -শিক্ষক নিয়োগের জন্য উপজেলা পরিষদ মন্ত্রণালয়কে চিঠির মাধ্যমে সুপারিশ করবে - ৬০ জন শিক্ষককে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ - বিদ্যালয় আধুনিকীকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠানো
মাধ্যমিক শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে।	০৭ টি ইউনিয়ন	৩৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।	১. ৩৯ টি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা সমূহে শিক্ষা উপকরণ এবং বেঞ্চ ও টেবিলসহ বিভিন্ন আসবাবপত্রের স্বল্পতা ২. ২২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের দূর্বল অবকাঠামো। ৩. মানসম্মত পাঠদানের অভাব ৪. ৩৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নাই। ৫. ১৫ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর আগামী ৫ বছরে ২২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে এবং শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র স্বল্পতা সরবরাহ করবে।	১। ৩৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র এবং ০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবকাঠামোগত সমস্যা থেকে যাবে। ২। মানসম্মত পাঠদান সমস্যা থেকে যাবে। ৩। ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সমস্যা রয়ে যাবে। ৪। ১৫ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব	১. উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে ৮টি (সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, হলরুম নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং হলরুম নির্মাণ, ভবন নির্মাণ, ভবন সংস্কার) করবে এবং ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করবে। ২. শিক্ষকদেরকে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ৩। ১০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে ৪। ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করবে
কৃষি	উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না।	০৭ টি ইউনিয়ন	৬৪০০০ হাজার কৃষকের মধ্যে ৭০% কৃষক।	১. কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা ২. পর্যাপ্ত খাল ড্রেজিং এর অভাব ৩. কাঁচা সেচ নালা ৪. পর্যাপ্ত হালট ড্রেজিং এর অভাব।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করার কাজ চলমান আছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ৭০% (আধুনিক যন্ত্রপাতিও উন্নত	- ৩০% কৃষক (আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহার না করা কৃষকের হার) - পর্যাপ্ত হালট ড্রেজিং এর অভাব। - পর্যাপ্ত আধুনিক কৃষি উপকরণের	- উপজেলা পরিষদ বাকি ৬ % কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। - খাল ও হালট ড্রেজিং এর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে। - আধুনিক সেচনালা ব্যবহার নিশ্চিত

				৫. পর্যাপ্ত আধুনিক কৃষি উপকরণের অভাব ৬. দূর্বল বেড়িবাঁধ ব্যবস্থা। ৭. কৃষকদের কৃষি বিষয়ক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এর অভাব	কৃষি উপকরণ ব্যবহার না করা কৃষকের হার) থেকে কমিয়ে ৩০% করা হবে।	অভাব - দূর্বল বেড়িবাঁধ ব্যবস্থা। - পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এর অভাব	প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। - বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ। - কৃষকদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে
পরিবার পরিকল্পনা	স্থানীয় জনগণ যথাযথভাবে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা পাচ্ছনা।	দুধল ও কবাই ইউনিয়ন	দুই ইউনিয়নের জনসাধারণ	১. দুই ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দূর্বল অবকাঠামো ২. দুইটি কেন্দ্রে আসবাবপত্র সংকট	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে দুইটি কেন্দ্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে।	- আসবাবপত্র সংকট	উপজেলা পরিষদ আগামী ১ বছরের মধ্যে দুইটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহ করতে পারে।
সমাজসেবা	সুবিধাভোগীদের যথাযথভাবে সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।	০৭ টি ইউনিয়ন	১. ৯ জন মাঠ কর্মী আছে কিন্তু যথেষ্ট দক্ষ না। ২. ৬ জন নতুন মাঠ কর্মীর প্রয়োজন। ৩. দুইটি ফার্নিচার প্রয়োজন	১. দক্ষ জনবলের অভাব ও জনবল সংকট ২. সমাজসেবা অফিসের নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ফার্নিচারের স্বল্পতা।	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহূর্তে চলমান নেই।	১. ৯ জন মাঠ কর্মী আছে কিন্তু যথেষ্ট দক্ষ না। ২. ৬ জন নতুন মাঠ কর্মীর প্রয়োজন। ৩. দুইটি ফার্নিচার প্রয়োজন	উপজেলা পরিষদ এ বছর সমাজসেবা অফিসে দুইটি ফার্নিচার সরবরাহ করবে। উপজেলা পরিষদ সমাজসেবা অফিসের জনবল সংকট দূরীকরণের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর এর কাছে চিঠি দিবে। বর্তমানে কর্মরত সমাজসেবা অফিসের মাঠ কর্মী এবং অফিস কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
পল্লী উন্নয়ন	পল্লী উন্নয়ন অফিস থেকে স্থানীয় জনগনকে সঠিকভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারছেনা।	০৭ টি ইউনিয়ন	১. ৮ জন নতুন মাঠ কর্মীর প্রয়োজন। ২. উপজেলায় একটি পল্লী উন্নয়ন ভবন প্রয়োজন। ৩. মাঠ কর্মীরা যথেষ্ট দক্ষ না।	১. পল্লী উন্নয়ন অফিসে জনবল সংকট। ২. উপজেলায় পল্লী উন্নয়নের নিজস্ব ভবন নেই। ৩. দক্ষ মাঠ কর্মীর অভাব।	নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরত্ব হয়েছে এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যে জনবল সংকটের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।	- একটি পল্লী উন্নয়ন ভবন - মাঠ কর্মীরা যথেষ্ট দক্ষ না।	উপজেলা পরিষদ ঘিওর উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন ভবন এর জন্য মন্ত্রণালয় কে চিঠি দিতে পারে। এছাড়া উপজেলা পরিষদ পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।
প্রানিসম্পদ	খামারিরা তাদের গবাদি পশু-পাখিদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা পায় না।	১৪ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা	৮০০ জন খামারি	১. উপজেলা প্রানিসম্পদ অফিসে অপ্রর্যাপ্ত যানবাহন (৩টি মটরা সাইকেল) ২. পর্যাপ্ত অফিস কম্পিউটার নাই (একটি ল্যাপটপ) ৩. খামারিদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ৪. গবাদি পশুর ঔষধের দাম অনেক।	১. প্রানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে খামারিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২. ইউটুসি প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গবাদি পশুর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান করা হবে।	১. উপজেলা প্রানিসম্পদ অফিসে অপ্রর্যাপ্ত যানবাহন (৩টি মটরা সাইকেল) ২. পর্যাপ্ত অফিস কম্পিউটার নাই (একটি ল্যাপটপ)	উপজেলা পরিষদ প্রানিসম্পদ অফিসকে মটরসাইকেল এবং ল্যাপটপ প্রদান করতে পারে অথবা প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরে সুপারিশ করতে পারে।
সমবায়	স্থানীয় সমবায় সমিতির সদস্যরা	উপজেলার ০৭টি ইউনিয়ন	উপজেলার ২০০ সমবায় সমিতির ৪ হাজার সমবায়ী	১. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা এর কার্যালয়ে	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহূর্তে চলমান	উপজেলার ২০০ সমবায় সমিতির ৪ হাজার সমবায়ী	প্রকল্পভিত্তিক জনবল নিয়োগের জন্য উপজেলা পরিষদ মন্ত্রণালয়কে

	সঠিকভাবে সেবা পাচ্ছেনা।			পর্যাপ্ত জনবলের অভাব। ২. সমবায়ীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	নেই।		সুপারিশ করতে পারে। কমপক্ষে ১০ জন জনবল এর প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদ এডিপির মাধ্যমে সমবায়ীদের জন্য ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
যুব উন্নয়ন	ঘিওর উপজেলার যুবকরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর প্রশিক্ষণ করার আগ্রহ কমে যাচ্ছে।	০৭ টি ইউনিয়ন	শত শত প্রশিক্ষণার্থী যুবক	১. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ২. প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ ভাতা না থাকার কারণে।	উপজেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন সেন্টার (নতুন বিল্ডিং) নির্মাণ করা হবে। তখন অনেক অনেক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম থাকবে এবং সেই সকল প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতাও থাকবে।	- ১ বছর পর সমস্যার সমাধান হবেনা এবং সমস্যা একই থাকবে।	উপজেলা পরিষদ প্রতি অর্থ-বছরে ২৫ জন স্থানীয় যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।
মহিলা বিষয়ক	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনের নারী সদস্যরা নিজেদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির করতে পারছেনা	০৭ টি ইউনিয়ন	৩০০০ নারী সদস্য	পর্যাপ্ত আত্মকর্মসংস্থান মূলক প্রশিক্ষণের অভাব	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ২৫০০ জন নারী সদস্যদের হাঁস-মুরগী পালন,মাছ চাষ, হালকা কৃষি, দর্জি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।	৫০০ জন নারী সদস্য	উপজেলা পরিষদ আগামী ১ বছরের মধ্যে ১০০ জন নারী সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের (আত্মকর্মসংস্থান) উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।
বন ও পরিবেশ	খেজুর গাছ ও তাল গাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।	০৭ টি ইউনিয়ন	১০ বছর আগের চেয়ে বর্তমানে তাল গাছ ও খেজুর গাছ ৫০% কমে গেছে। ২ লক্ষ তাল গাছ ও ৪ লক্ষ খেজুর গাছ প্রয়োজন	১. খেজুর গাছ ও তাল গাছ সংরক্ষণ এর অভাবে ২. স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাবে।	১. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সার্কেল অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২. বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে আগামী পাঁচ বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার তাল বীজ এবং ৩ লক্ষ খেজুর বীজ রোপন করবে।	৫০ হাজার তাল বীজ এবং ১ লক্ষ খেজুর বীজ	উপজেলা পরিষদ আগামী ১ বছরে ১০ হাজার তাল বীজ এবং ২০ হাজার খেজুর বীজ রোপন করবে এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন করবে।
আইন শৃংখলা (আনসার ও ভিডিপি)	স্থানীয় জনগণকে যথাযথভাবে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারছেনা।	০৭ টি ইউনিয়ন	১. প্রতি ইউনিয়নে ১০ জন করে আনসার ও গ্রাম পুলিশ সংকট ২. অফিসে জনবল সংকট ১ জন।	১। ইউনিয়ন পর্যায়ে আনসার ও গ্রাম পুলিশ এর জনবল সংকট ২। অফিসে জনবল সংকট	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহূর্তে চলমান নেই।	১. প্রতি ইউনিয়নে ১০ জন করে আনসার ও গ্রাম পুলিশ সংকট ২. অফিসে জনবল সংকট ১ জন।	উপজেলা পরিষদ চাহিদা অনুযায়ী জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিতে পারে।

এসডবিণ্ডউওটি বিশ্লেষন

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যক্ষতিকর
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
	পর্যাপ্ত সম্পদ, দক্ষ জনবল এবং ভালো টিমওয়ার্ক বিদ্যমান	উন্নয়ন পরিকল্পনায় মতামত প্রদানে সুযোগের সীমাবদ্ধতা
	জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাদের চমৎকার সমন্বয়	ভৌত - অবকাঠামো ও যোগাযোগ খাতে প্রকল্প নেওয়ার প্রবণতা বেশি অন্য খাতের চেয়ে
	হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের মধ্যে চমৎকার সমন্বয়	উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তে নারী সদস্যদের মতামতের সীমাবদ্ধতা
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি জ্ঞানের স্বল্পতা এবং দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন উদাসীনতা
	জনপ্রতিনিধিদের উপজেলা পরিষদ আইন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা	অকার্যকর উপজেলার কমিটিসমূহ
	উপজেলা পরিষদের রাজস্ব আয় ক্রমবর্ধমানহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে	উন্নয়ন বরাদ্দ প্রাপ্তিতে সময়ক্ষেপন
	উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা মেনে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহিত হয় ।	
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারি বিধি ও নীতিমালা বিদ্যমান	
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকুলতা/ঝুঁকিরদিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগনের অংশগ্রহন ও উৎসাহ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি	বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চাপ এবং দলীয় অন্তকোন্দল
	উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে জনগনের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবা গ্রহনে জটিলতা
	উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কাজে বিভিন্ন এনজিও এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভূক্তকরণ	বাস্তবায়িত প্রকল্পের গুনগত মান রক্ষাকরণে দুর্বল মানসিকতা
	সহ-অর্থায়নের মাধ্যমে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম এর গতিকে তরান্নিত করা	প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নে জনগনের অংশগ্রহনের সুযোগের সীমাবদ্ধতা
	ইউনিয়ন পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন	উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগনের আগ্রহের অভাব
		বড় উপজেলা হওয়ার কারনে উন্নয়নে অসমতা

বিভিন্ন উৎস থেকে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ন)

ঘিওর উপজেলার সম্পদের চিত্রায়ন (বিভিন্ন উৎস থেকে উন্নয়ন কার্যক্রম) করে দেখা যায় যে, ঘিওর উপজেলায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের জাতীয় প্রকল্প আছে অনেকগুলো। এছাড়া উপজেলা পরিষদ (ইউজিডিপি এবং ইউআইসিডিপি), পৌরসভা (অনেকগুলো প্রকল্প আছে) এবং ইউনিয়ন পরিষদের (এলজিএসপি) জাতীয় প্রকল্প আছে। এছাড়া এনজিওসমূহের অনেক উন্নয়ন প্রকল্প ঘিওর উপজেলায় চলমান আছে।

হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো (এলজিইডি), শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি ও সেচ, মৎস্য, প্রানিসম্পদ, জনস্বাস্থ্য, মহিলা বিষয়ক, যুব উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, বন ও পরিবেশ, পিআইও (দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়) এই সকল বিভাগের প্রকল্প/কর্মসূচি ঘিওর উপজেলায় এই মুহূর্তে চলমান আছে। এই সকল প্রকল্প বা কর্মসূচি থেকে প্রতি বছর গড়ে ৪৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন হয় ঘিওর উপজেলায়। তবে সমাজসেবা দপ্তরের কোন উন্নয়ন প্রকল্প এই মুহূর্তে ঘিওর উপজেলায় চলমান নেই।

এছাড়া উপজেলা পরিষদের জাতীয় প্রকল্প ২ টি, ইউনিয়ন পরিষদের ১ টি এই মুহূর্তে চলমান আছে যা থেকে উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা গড়ে বছরে যথাক্রমে ৫০ লক্ষ, ৩ কোটি ২০ লক্ষ এবং ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পায়। উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদের ইউআইসিডিপি প্রকল্প থেকে শুধু মাত্র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

এছাড়া জেলা পরিষদ প্রতি বছরে গড়ে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কাজ করে। এমপি প্রতি বছর গড়ে ৩ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ করে এবং এনজিও সাড়ে ৩ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ করে। উল্লেখ যে, ঘিওর উপজেলায় শিল্প/ বানিজ্যিক উদ্যোগে কোন উন্নয়ন প্রকল্প চলমান নাই।

পরিকল্পনা বিবরণী (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে)

পরিকল্পনা

ঘিওর উপজেলার জনগণের জন্য উন্নত যোগাযোগ, কৃষিতে আধুনিকায়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও টেকসই স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণসহ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ঘিওর বিনির্মাণ।

আদর্শ অবস্থা

১। স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
২। স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন
৩। শিক্ষার মানোন্নয়ন
৪। কৃষি ও মৎস্যের উন্নয়ন
৫।প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা, কর্মসংস্থান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি।

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষমাত্রা, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ৫ টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় হয়েছে স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে। এই ৫ টি লক্ষ্যের মধ্যে ৪ টি লক্ষ্য ৭ টি খাতকে কাভার করেছে। খাতগুলো হলো যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা (প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা), কৃষি এবং মৎস্য । বাকি লক্ষ্য হল মানবসম্পদ উন্নয়ন যা অনেকগুলো খাতকে কাভার করেছে।

লক্ষ্য ১ (যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ ৯২৫১ মিটার রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত, ৯৯ মিটার রাস্তা পাইলিং/গাইড ওয়াল নির্মাণ, ৮ টি কালভার্ট, ৭ টি ঘাটলা ও ১ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ এবং ১ টি ব্রিজ সংস্কার করবে। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে এবং উপজেলার ২ লক্ষ মানুষ সুফল ভোগ করবে।

লক্ষ্য ২ (শিক্ষা) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ ১ টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ৩ টি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ,

শ্রেণিকক্ষ সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং হলরুম নির্মাণ, ৪ টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ, ভবন সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ১০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ, শিক্ষকদেরকে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, ১০০ টি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ এবং ১০০ টি বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবে ।

উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য ৩ (স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য) অর্জনের জন্য ৮৬ টি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ৪ টি স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই টয়লেট, হাসপাতালের ২ টি ভবন মেরামত করবে । এছাড়া জনবল নিয়োগ এবং এক্সরে মেশিনের জন্য মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ ।

লক্ষ্য ৫ অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ বেকার সমস্যা দূরীকরণে যুবউন্নয়নে আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, মৎস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, শিক্ষা, সমাজসেবা, প্রানিসম্পদ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সেলাই, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প, উপজেলা পরিষদ, এলজিইডি, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ এবং ৫০ টি সেলাই মেশিন সরবরাহ করবে ।

ক্রঃ নঃ	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সমূহ	খাত	বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট
১	ঘিওর উপজেলার স্থানীয় জনগণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ।	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	(১) স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন স্থানের (স্থানীয় বাজার, স্কুল, কলেজ, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা পরিষদ) যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত রাস্তা সলিংকরণ, রাস্তা সিসিকরণ, ব্রিজ সংস্কার, কালভার্ট নির্মাণ এবং লোহার পুল নির্মাণঃ ক. রাস্তা সলিংকরণ (৬১ টি) - ৮৫৯৪ মিটার খ. রাস্তা সিসিকরণ (৩ টি) - ২৭৩ মিটার গ. রাস্তা মেরামত / সংস্কার (৪ টি) - ৩৮৪ মিটার ঘ. ব্রিজ সংস্কার (১ টি)- ২০ মিটার ঙ. কালভার্ট নির্মাণ (৮ টি) - ৯ মিটার (২) ইউনিয়ন এবংগ্রাম পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সহজ করা এবং ভৌট অবকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৭ টি (৪০ মিটার) ঘাটলা নির্মাণ (৩) রাস্তার ভাঙ্গনরোধে পাইলিংকরণ ২টি - ৯৯ মিটার (৪) স্থানীয় জনগণের যাতায়াতের সুবিধার লক্ষ্যে ১টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ ।	১. রাস্তা সলিংকরণ (৬১ টি) - ৮৫৯৪ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে । ২. রাস্তা সিসিকরণ (৩ টি) - ২৭৩ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে । ৩. রাস্তা মেরামত / সংস্কার (৪ টি) - ৩৮৪ মিটারমেরামত / সংস্কার কাজ সম্পন্ন হবে । ৩. ব্রিজ সংস্কার (১ টি)- ২০ মিটার সংস্কার কাজ সম্পন্ন হবে । ৪. কালভার্ট নির্মাণ (৮ টি) - ৯ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে । ৫. ঘাটলা নির্মাণ (৭ টি) - ৪০ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে । ৬. পাইলিংকরণ ২ টি - ৯৯ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে । ৭. যাত্রী ছাওনী নির্মাণ - ১টি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে । উল্লেখিত কাজগুলো সম্পন্ন হলে ০৭টি ইউনিয়নের ২ লক্ষ জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক সহজ এবং সহজে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে পারবে ।
২	শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উপস্থিতির	শিক্ষা	(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (১টি)- ২৫ মিটার (২) শ্রেণিকক্ষ সংকট সমাধানের লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষ সম্প্রসারণ ও হলরুম নির্মাণ -৩টি	- উপস্থিতির হার ৬০ % থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০% এ উন্নীত হবে ।

	হার বৃদ্ধি ।		(৩) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ - ১০ টি প্রতিষ্ঠান (৪) বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যালয় ভবন সংস্কার -১টি (৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন অবকাঠামোগত - ৩ টি (৬) বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্যানিটেশন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে টয়লেট নির্মাণ - ৩টি (৭) আসবাবপত্র সরবরাহ - ১ টি বিদ্যালয় (৮) শিক্ষার আইসিটি ব্যবহার বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (৯) ১০০ টি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা । (১০) ১০০ টি বিদ্যালয় আধুনিকীকরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা ।	- উল্লেখিত কাজগুলো সম্পন্ন হলে ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রায় ৮৫০০ ছাত্রছাত্রী সুবিধাভোগ করবে এবং ঝড়ে পড়ার হারও কমে যাবে ।
৩	স্থানীয় জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার নিশ্চিত করা ।	স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য	(১) রুগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য হাসপাতালের ভবন মেরামত - ২ টি (২) স্থানীয় জনগণের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গভীর নলকূপ স্থাপন - ৮৬ টি (৩) স্যানিটেশন সমস্যা সমাধানের জন্য টয়লেট নির্মাণ - ১ টি (৪) ২ টি এক্সরে মেশিন সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা । (৫) ৪০ জন জনবল নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা ।	- উল্লেখিত কাজটি সম্পন্ন হলে রোগীর সংখ্যা মাসে ৫ হাজার থেকে ৭.৫ হাজার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ মাসে ৭,৫০০ জন রুগী সেবা পাবে । - ০৭ টি ইউনিয়নের ১১ হাজার ২শ জন স্থানীয় মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানি পান করার সুযোগ পাবে । - টয়লেট নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন হলে উক্ত এলাকার ১০০ জন স্থানীয় মানুষ সুফলভোগ করবে ।
৪	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন	মৎস্য ও কৃষি	(১) সেচের সুবিধার জন্য ইউড্রেন নির্মাণ - ১ টি	- ১০০ জন কৃষকের ফসলি জমিতে সেচের সমস্যার সমাধান হবে । -
৫	বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা, কর্মসংস্থান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি ।	মানবসম্পদ উন্নয়ন	ক) নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বিধিসম্মত মৎস্য আহরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ খ) নব বিবাহিত দম্পতিদের প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ) উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের ফলনের পার্থক্য কমানো বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঘ) শিশু আইন ২০০৩ অনুযায়ী শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ	- উক্ত সাতটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে উক্ত সাতটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান সুসম্পন্ন হলে ৫০০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহযোগিতা করবে ।

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (২০২২-২৩)

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য উপজেলা পরিষদ তার বিভিন্ন অংশীজনের কাছ থেকে প্রকল্প প্রস্তাবনা সংগ্রহ করেছে।প্রকল্প প্রস্তাবনা সংগ্রহের শেষে উপজেলা পরিষদ প্রকল্প বাছাই কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করে। প্রকল্প প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা হয় স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১৯২ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোতে ৯৪ টি, শিক্ষাতে ১৫ টি, জনস্বাস্থ্যতে ৭৬ টি, স্বাস্থ্যতে ৪ টি, কৃষিতে ১ টি, মৎস্যতে ১ টি এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে ১ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের জন্য উপজেলা পরিষদ সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ রেখেছে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোতে। এরপর যথাক্রমে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও মৎস্য এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন।

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (Monitoring) করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রধান ভূমিকা পালন করবে এবং উপজেলা প্রকৌশলী এ বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করবেন। প্রকল্পের প্রতিটি বাস্তবায়ন কারি সংস্থা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটির নিকট ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন সন্নিবেশিত করে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিষয়ে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটিকে টিজিপি সহযোগিতা করবে। উক্ত প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদের নিয়মিত সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে) পর্যালোচনার জন্য পেশ করতে হবে (যেহেতু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে শুর হয়েছে তাই এই বছর (২০২২-২৩ অর্থ-বছর) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দুইটা হবে এবং একটা বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন হবে)।

উপজেলা পরিষদের সভায় উপজেলা পরিষদ প্রকল্প/ স্কিম পর্যালোচনা করবে। অভিষ্ট সুচক ও প্রত্যাশিত সময়সীমার বিষয়ে বিশেষ গুরচত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পরিষদ পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রকল্প বাতিল করা অন্য প্রকল্পে সম্পদ স্থানান্তর করার (নতুন জরুরী প্রয়োজন, চাহিদা বা অগ্রাধিকার) সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় কাঠামো ও পর্যালোচনা চক্র

মাস	বছর (এন)	বছর (এন + ১)
মে	বার্ষিক বাজেট	
আগস্ট	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	
অক্টোবর	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন	
নভেম্বর	বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	
নভেম্বর		পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও সংশোধিত পরিকল্পনা থেকে উন্নয়ন চাহিদা ও অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা।
ডিসেম্বর		
জানুয়ারি	১ম ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা	
ফেব্রুয়ারি		
মার্চ		বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রকল্প তালিকা প্রস্তুত করা ও উপজেলা পরিষদে প্রকল্প পেশ
এপ্রিল	২য় ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা	নতুন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যয় প্রক্কলন
মে		বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন
জুন		
জুলাই		বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন বাজেটের সাথে সম্পর্কিত, কারণ বাজেটের মাধ্যমে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় (সারণী ৬)। প্রতি বছরের মে মাসের মধ্যে উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালাচনা ও সংশোধন সম্পাদন করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে উক্ত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। উক্ত সংশোধনী উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

“সমাপ্ত”